

💵 হিসনুল মুসলিম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পবিত্রতা ও সালাত [নামাজ]
রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. সাঈদ ইব্ন আলী ইব্ন ওয়াহফ আল-কাহত্বানী

২৫. সালাম ফিরানোর পর যিকরসমূহ

(তিনবার) «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» (1)-66

(আস্তাগফিরুল্লা-হ) (তিনবার)

৬৬-(১) "আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَام».

(আল্লা-হুম্মা আনতাস্ সালা-মু ওয়া মিনকাস্ সালা-মু তাবা-রক্তা ইয়া যালজালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম)।

"হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়। আপনার নিকট থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়। আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় ও সম্মানের অধিকারী!"[1]

67-(2) «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [जिनवात]□ اللَّهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন কাদীর। [তিন বার]

আল্লা-হুস্মা লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যালজাদি মিনকাল জাদু)।

৬৭-(২) "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (তিনবার)

হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেছেন তা বন্ধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রুদ্ধ করেছেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আর কোনো ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনার কাছে কোনো উপকারে আসবে না।"[2]

68-(3) «لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بِاللَّهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ».

লো ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াপ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়াছু। লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদলু, ওয়া লাহুসসানাউল হাসান। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ-দ্বীন ওয়া লাও কারিহাল



কাফিরান)।

৬৮-(৩) "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি, নেয়ামতসমূহ তাঁরই, যাবতীয় অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, আমরা তাঁর দেয়া দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে"।[3]

69-(4) «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (제র ৩০) « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ».

(সুবহা-নাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লা-হু আকবার) (৩৩বার)

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন কাদীর)।

৬৯-(৪) "আল্লাহ কতই না পবিত্র-মহান। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।" (৩৩ বার)
"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই এবং
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[4]

৭০-(৫) প্রত্যেক সালাতের পর একবার, সূরা ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস:

70-(5) بسْم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم ۞ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُّ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ ذَ وَلَمْ يُؤْلَدُ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدُّ ۖ ﴾,

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ)।

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। "বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ হচ্ছেন 'সামাদ' (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ ۚ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۚ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۚ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۚ ۚ وَمِنْ شَرِّ النَّقَّات فِي الْعُقَد ۚ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ۖ ﴾،

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক। মিন শাররি মা খালাক। ওয়া মিন শাররি গা-সিকিন ইযা ওয়াকাব। ওয়া মিন শাররিন নাফফা-সা-তি ফিল 'উক্লাদ। ওয়া মিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদ)।

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। 'আর অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়। আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴾ اِللهِ النَّاسِ ﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ذَ الْخَنَّاسِ ﴾ الَّذِيْ يُوسُوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۖ﴾



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল 'আউযু বিরাব্বিন্না-স। মালিকিন্না-সি, ইলা-হিন্নাসি, মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খান্না-স, আল্লাযি ইউওয়াসউইসু ফী সুদ্রিন না-সি, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স।)।

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"[5]

৭১-(৬) আয়াতুল কুরসী। প্রত্যেক সালাতের পর একবার। আর তা হচ্ছে,

71-(6) ﴿ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اَ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ اَ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اَ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنِهِ اَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اَ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ اِلَّا بِمَا مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَ وَلَا يَصُّودُهُ حِفْظُهُمَا اَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ١٥٥٢ ﴾.

(আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ূগে কাইয়ূগ্মু লা তা'খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাহূ মা-ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরদি। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহী। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম। ওয়ালা ইয়ুহীতূনা বিশাইইম মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ। ওয়াসি'আ কুরসিয়ুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব। ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিয়ূগল 'আযীম)।

"আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসন্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।"[6]

(ला हेला-श हेलाझा-ए अशर्मा नाहित नाहित मिले के विकास के वितास के विकास का

৭২-(৬) "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং সকল প্রশংসা তাঁর। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান"। মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর উপরোক্ত যিকর ১০ বার করে করবে।[7]

73-(8) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً».

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা 'ইলমান না-ফি'আন্ ওয়া রিয্কান ত্বায়্যিবান ওয়া 'আমালান মুতাক্বালান)। ৭৩-(৮) "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।" এটি ফজর নামাযের সালাম ফিরানোর পর পড়বে।[8]

ফুটনোট



- [1] মুসলিম ১/8১8, নং ৫৯১ i
- [2] বুখারী ১/২২৫, নং ৮৪৪; মুসলিম ১/৪১৪, নং ৫৯৩। আর দু ব্রাকেটের মাঝের অংশ বুখারীতে বর্ধিত এসেছে, নং ৬৪৭৩।
- [3] মুসলিম ১/৪১৫, নং ৫৯৪।
- [4] মুসলিম, ১/৪১৮, নং ৫৯৭; আর তাতে রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পরে সেটা বলবে, তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির মত হয়।
- [5] আবু দাউদ ২/৮৬, নং ১৫২৩; তিরমিয়ী, নং ২৯০৩; নাসাঈ ৩/৬৮, নং ১৩৩৫। আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিয়ী, ২/৮। আর উপর্যুক্ত তিনটি সুরাকে 'আল-মু'আওয়ায়াত' বলা হয়। দেখুন, ফাতহুল বারী, ৯/৬২।
- [6] হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে এটি পড়বে, তাকে মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশে আর অন্য কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।" নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, নং ১০০; ইবনুস সুন্নী, নং ১২১। আর শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহুল জামে' ৫/৩৩৯ তে এবং সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ২/৬৯৭, নং ৯৭২ তে সহীহ বলেছেন। আর আয়াতটি দেখুন, সূরা আল-বাকারাহ্-২৫৫।
- [7] তিরমিয়ী ৫/৫১৫, নং ৩৪৭৪; আহমাদ ৪/২২৭, নং ১৭৯৯০। হাদীসটির তাখরীজের জন্য আরও দেখুন, যাদুল মা'আদ ১/৩০০।
- [8] ইবন মাজাহ্, নং ৯২৫; নাসাঈ, তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ গ্রন্থে, হাদীস নং ১০২। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ১/১৫২; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১১১। তাছাড়া অচিরেই ৯৫ নং হাদীসেও আসবে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=941

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন